একাদশ অধ্যায়: জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ মানিকগঞ্জ শহরে বাস করেন জনাব কবির। পেশায় তিনি একজন কলেজ শিক্ষক। তার বাসাসহ মানিকগঞ্জের অধিকাংশ বাসায় সরকারি সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অপচয় নিয়ে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি মানিকগঞ্জ শহরের বাসিন্দাদের লক্ষ করে একবার দৈনিক আজাদী পত্রিকায় একটি লেখা লিখলেন। লেখাতে তিনি শহরের সকলকে এসব সম্পদের সঠিক ব্যবহারে যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন। *◀ শিখনফল-১ ও ২*

ক. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি? ১

খ. উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে সংগঠনের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. জনাব কবির যে ধরনের সম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য শহরের লোকদের পরামর্শ দিয়েছেন পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, শুধু শহরের বাসিন্দা নয়, এ ধরনের সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে রাষ্ট্রেরও কিছু করণীয় রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের উপকরণ চারটি।

খ উৎপাদনের তিনটি উপকরণ যথা— ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সমন্বিত করে উৎপাদনকাজ সম্পাদন করাকে বলে সংগঠন।

ভূমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে যিনি উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাকে বলে সংগঠক বা উদ্যোক্তা। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা রয়েছে, সংগঠন তা বহন করেন। একটি চেয়ার তৈরি করার ক্ষেত্রে চেয়ারের কাঠামোর জন্য যে কাঠ সংগ্রহ করা হয় তা হলো ভূমি, কাঠ কেনার জন্য অর্থ এবং অন্যান্য উপকরণ হলো মূলধন, এর জন্য যে শ্রমিক বা কারিগর নিয়োগ করা হয় তিনি হলেন শ্রম। আর এগুলো একসাথে করে যে প্রক্রিয়ায় চেয়ার তৈরি করা হয় তাকেই বলে সংগঠন।

গ উদ্দীপকের জনাব কবির বাংলাদেশের সমষ্টিগত জাতীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য শহরের লোকদের পরামর্শ দিয়েছেন।

রাষ্ট্র ও জনগণ সম্মিলিতভাবে যেসব সম্পদের অধিকারী তাকে সমষ্টিগত সম্পদ বলে। যেমন— রাস্তাঘাট, সেতু, সরকারি হাসপাতাল ও বিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যানবাহন, কলকারখানা, গুরুত্বপূর্ণ অফিস ও স্থাপনা, পানির মতো প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি ও ভূমির অভ্যন্তরভাগের সম্পদ (নদী-নালা, বনাঞ্চল, মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ) এ সব সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। জনগণ এসব ব্যবহার ও ভোগ করে। এ সব সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণের ব্যবস্থা করে। এ সম্পদগুলো খুবই মূল্যবান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পদগুলোর পরিমাণ সীমিত হয়ে থাকে। এ কারণে এগুলো অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হলে দেশে সম্পদের সংকট সৃষ্টি হতে পারে। তাই সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণে প্রত্যেক নাগরিকের বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

উদ্দীপকে জনাব কবির পানি, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস ব্যবহারে মানিকগঞ্জ শহরের বাসিন্দাদের সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এ সম্পদগুলো সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্গত।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, শুধু শহরের বাসিন্দা নয়, সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে রাষ্ট্রেরও অনেক কিছু করণীয় আছে।

সমষ্টিগত জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণে নাগরিক সচেতনতার পাশাপাশি রাষ্ট্রের যথাযথ উদ্যোগ থাকতে হবে। রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের এ বিষয়ে সচেতন ও আন্তরিক হতে হবে। সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় যেসব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো যাতে ব্যাহত না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। কেউ যেন এসব সম্পদের কোনো অপচয় বা ক্ষতি করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সরকারি বন থেকে অবৈধভাবে গাছ কাটা, নদীদূষণ করা, চোরাই লাইন দিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার ইত্যাদিকে সমষ্টিগত সম্পদ চুরি বা ক্ষতি হিসেবে গণ্য করা যায়। সরকারি কর্মচারিরা এ ধরনের কোনো অপচেষ্টার বিষয়ে জানলে বা দেখলে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকতে হবে। সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের এসব দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকতে হবে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণ, জনবল ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

রাষ্ট্র ওপরের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে এবং নাগরিকরা পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করলে সমষ্টিগত সম্পদের অপচয় রোধ করা সম্ভব। তাই এক্ষেত্রে কেবল শহর নয়, বরং গ্রামসহ দেশের সব অঞ্চলের অধিবাসী এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶২ যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়ে দৈনিক ৫০ ডলারে 'ম্যালকম' কোম্পানিতে চুক্তিবদ্ধ হন জনাব সাজ্জাদ হোসেন। সাজ্জাদ সাহেবের আক্ষেপ, কোম্পানি তাকে আরও বেশি পারিশ্রমিক দিতে পারত। *◀ শিখনফল-৩*

ক. সম্পদ কত প্রকার? ১

খ. জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনায় কোন ধরনের অর্থব্যবস্থার চিত্র দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাজ্জাদ সাহেবের আক্ষেপ কি শুধু এ ধরনের অর্থ ব্যবস্থাতেই হয়ে থাকে? ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্পদ পাঁচ প্রকার।

খ জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ বলতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় ধরনের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে বোঝায়।

একটি দেশের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ একত্রে জাতীয় সম্পদ। সমষ্টিগত সম্পদের মধ্যে রয়েছে জনগণের ব্যক্তিগত সম্পদ এবং রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সকল প্রাকৃতিক ও উৎপাদিত সম্পদ। তাই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ বলতে ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ উভয়ের সংরক্ষণকেই বোঝায়।

গ উদ্দীপকের ঘটনায় ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র দেখা যায়।

ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকার কারণে উদ্যোক্তারা দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কম রাখতে ও বেশি

মূল্য পেতে চেষ্টা করে। উৎপাদন ব্যয় কম রাখার জন্য শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয়। এই উদ্বৃত্ত মজুরি উদ্যোক্তার কাছে মুনাফা হিসেবে সঞ্চিত হয়। এইভাবে উৎপাদিত সম্পদ বণ্টনে অসমতা ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়। শ্রমিক প্রাপ্যের চেয়ে কম মজুরি পান।

উদ্দীপকে সাজ্জাদ হোসেন লেখাপড়া শেষে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়ে দৈনিক ৫০ ডলার পারিশ্রমিকে একটি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। সাজ্জাদ হোসেনের আক্ষেপ, কোম্পানি তাকে আরও বেশি পারিশ্রমিক দিতে পারত। এ ঘটনায় ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। কারণ এ অর্থব্যবস্থায় শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম দেওয়া হয়। এর ফলে মালিকের উৎপাদন খরচ কম হয় এবং তিনি অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ সাজ্জাদ হোসেনের আক্ষেপ শুধু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চিত্র নয়, বরং অন্যান্য অর্থব্যবস্থায়ও এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা যায়।

বর্তমান বিশ্বে প্রধানত চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যথা— ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেওয়া হয় না। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় কম হয় এবং অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যস্থায় অর্জিত মুনাফার মালিক রাষ্ট্র বা সরকার। রাষ্ট্রই শ্রমিকের মজুরি প্রদান করে এবং উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে। এর ফলে এ ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের মতো পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করার সুযোগ থাকে না। মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি কিছু কিছু খাতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি মালিকানা, উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকে।

মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাধীন অংশ ব্যক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ খাতের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মতোই শ্রমিককে প্রাপ্যর চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয়। আর উদ্বৃত্ত মজুরি মুনাফার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদনের যে অংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন, সে অংশে মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে সামাজিক কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকরা সাধারণত ন্যায্য মজুরি পায়। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয় না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়াও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি মালিকানাধীন অংশেও শ্রমিকরা প্রায়শই ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বলা যায়, সাজ্জাদ হোসেনের আক্ষেপ শুধু ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ই প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ▶৩ মিজান সাহেব এমন একটি দেশে বসবাস করেন যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

◀ শিখনফল-৩ ও ৪

ক. জাতীয় সম্পদের উৎস প্রধানত কয়টি? ১

খ. জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় কীভাবে রোধ করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে, তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার ভিন্নতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সম্পদের উৎস প্রধানত দু'টি। যথা– প্রকৃতি প্রদত্ত ও মানব সৃষ্ট।

খ সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ করা যায়।

প্রথমত, কেউ যেন জাতীয় সম্পদের কোনোভাবে ক্ষতিসাধন না করতে পারে, সে বিষয়ে সচেতন থাকা। এ ধরনের কোনো অপচেষ্টার বিষয়ে জানলে বা তা দেখলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় রোধে সচেতন থাকা। যেমন– রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহারের সময় অপচয় বা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা।

তৃতীয়ত, গণমাধ্যমে নাগরিকদের করণীয় সম্পর্কে প্রচারের মাধ্যমে অপচয় হ্রাস করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকের মিজান সাহেব যে দেশে বাস করেন সেখানে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

ধনতান্ত্রিক হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি সব উৎপাদন প্রক্রিয়া সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের উপকরণসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) ব্যক্তিমালিকানাধীন। ব্যক্তি এককভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে যেকোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে। অর্থাৎ, এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্যোগ গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ব্যক্তি বা উৎপাদনকারী বিনিয়োগ ও উৎপাদন করে থাকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। যেসব দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বেশি, উদ্যোক্তা সে দ্রব্য উৎপাদনেই বেশি বিনিয়োগ করে। সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যক্তি বা বিনিয়োগকারীর লক্ষ্য থাকে উৎপাদন ব্যয় যাতে বেশি না হয়। সেজন্য বিনিয়োগকারী শ্রমিককে ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়ার চেষ্টা করে। শ্রমিক শোষণ ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য।

এ ছাড়া অবাধ প্রতিযোগিতা, ভোক্তার স্বাধীনতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অন্যান্য অর্থব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পৃথক করেছে।

ঘ উদ্দীপকের মিজান সাহেব যে দেশে বাস করেন সেখানে বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতা রয়েছে।

ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন প্রধান লক্ষ্য। এ ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ ও আয় বৈষম্য বিরাজমান। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান থাকায় একটা ভারসাম্যের ব্যবস্থা থাকে। সেখানে সম্পদ বা আয়ের ভিত্তিতে শ্রমিক শোষণ ও আয় বৈষম্যের মাত্রা সাধারণত কম থাকে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সম্পদের ওপর প্রধানত বেসরকারি তথা ব্যক্তিমালিকানা থাকে। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ওপর সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের মালিকানা বিরাজ করে। ধনতন্ত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ব্যক্তি ও ভোক্তা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা কার্যত নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন বা ভোগ করতে পারে। পক্ষান্তরে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় শুধু বেসরকারি মালিকানাধীন সম্পদের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা বিরাজ করে।

ধনতন্ত্রে সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কিন্তু মিশ্র ব্যবস্থায় সরকারি খাতের একটা বড় বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে। বেসরকারি খাতে মুনাফা অর্জন মূল লক্ষ্য হলেও সরকারি খাতগুলো মূলত জনকল্যাণে কাজ করে। তবে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের প্রাধান্য থাকায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাতগুলোতেও অনেক ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনের তাগিদ থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের অসম বণ্টন বিরাজমান। অন্যদিকে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতের সহাবস্থান থাকায় কিছু ক্ষেত্রে সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের মিজান সাহেবের দেশে বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত মিশ্র অর্থব্যবস্থার ভিন্নতা দেখা গেলেও কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্যও আছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ আফাজ সাহেব ৫টি গার্মেন্টস, ৩টি প্লাস্টিক কারখানা ও ১টি মোটর গ্যারেজের মালিক। তার কারখানাগুলোতে প্রায় বিশ হাজার লোক কর্মরত। তার উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকদের বেতন-ভাতা কম দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা এবং আরও বাড়ি-গাড়ির মালিক হওয়া। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. জাতীয় সম্পদের উৎস কয়টি? ১

খ. উপযোগের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বৈশিষ্ট্যই কি উল্লিখিত ব্যবস্থার একমাত্র বৈশিষ্ট্য? মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সম্পদের উৎস দুটি- প্রকৃতি প্রদত্ত এবং মানবসৃষ্ট।

খ উপযোগ বলতে কোনো জিনিসের উপকারিতাকে বোঝায়।

অর্থনীতিতে উপযোগ ধারণাটি বিশেষ অর্থ বহন করে। কোনো দ্রব্য বা সেবার অভাব মোচন করার ক্ষমতাকে অর্থনীতিতে উপযোগ বলে। কোনো দ্রব্য বা সেবার মানুষের অভাব পূরণ করার ক্ষমতা আছে বলেই ওই দ্রব্য বা সেবার চাহিদা দেখা দেয়। যেমন—খাদ্যসামগ্রী, পোশাক, কলম, গাড়ি, টেলিযোগাযোগ সেবা ইত্যাদির উপযোগ আছে। খাদ্য আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে, টেলিফোন আমাদের যোগাযোগের ঘাটতি বা অভাবের সমাধান করে। সুতরাং এ দুটির উপযোগ আছে।

গ উদ্দীপকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ হলো বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ধনতন্ত্র এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি সব উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের উপকরণসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) ব্যক্তিমালিকানাধীন। ব্যক্তি একক বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে যেকোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্যোগ গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় একজন ব্যক্তি যত খুশি তত সম্পদ তৈরি করতে পারে। সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা ও অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ব্যক্তি বা উৎপাদনকারী বিনিয়োগ ও উৎপাদন করে থাকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী অনেক সময় শ্রমিককে ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম দেওয়ার চেষ্টা করে। এ কারণে শ্রমিক শোষণ ধনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আফাজ সাহেব অনেক সম্পদের মালিক। অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি শ্রমিকদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেন কিন্তু সে অনুযায়ী বেতন-ভাতা দেন না। আফাজ সাহেবের একের পর এক সম্পদের মালিক হওয়া ও বেশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের কম বেতন-ভাতা দেওয়া দুটি বিষয়ই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপরের আলোচিত বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তা ওই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আফাজ সাহেব ৫টি গার্মেন্টস, ৩টি প্লাস্টিক কারখানা ও ১টি মোটর গ্যারেজের মালিক। তবে তিনি আরও বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে চান। এজন্য আরও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের কম বেতন-ভাতা দেন। ধনতন্ত্রে সম্পদের ওপর ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান। ফলে একজন ব্যক্তি কর দেওয়া সাপেক্ষে যত খুশি তত সম্পদ গড়ে তুলতে পারে। উদ্দীপকের আফাজ সাহেবের ক্ষেত্রেও অনেক সম্পদ গড়ে তোলার মনোভাব দেখা যায়। কিন্তু ব্যক্তির অঢেল সম্পদের মালিকানা বা মুনাফার জন্য শ্রমিক শোষণ ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এ ছাড়া আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। ধনতন্ত্রে প্রায় সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীর উদ্যোগ গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। তবে কিছু ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ থাকে। এ ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো ভোক্তার স্বাধীনতা। ভোক্তা কোন দ্রব্য বা সেবা কী পরিমাণে কিনবে বা ভোগ করবে, এ বিষয়ে সে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভোক্তার আয় ও বাজার মূল্য এই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। সম্পদের অসম বণ্টন ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক তার প্রাপ্যের চেয়ে কম মজুরি পায়। উৎপাদনের উপকরণের ওপর পুঁজিপতি শ্রেণির প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকে। ফলে সমাজের স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে সম্পদের বৃহৎ অংশ কেন্দ্রীভূত হয়। পক্ষান্তরে সমাজের বিশাল জনগোষ্ঠী মোট সম্পদের ক্ষুদ্র একটি অংশ ভোগ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, উদ্দীপকের আফাজ সাহেবের মধ্যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ গড়ে তোলার যে মনোভাব দেখা যায় তা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিমালিকানাকে নির্দেশ করে। তার মধ্যে শ্রমিককে বঞ্চিত করার মাধ্যমে মুনাফার পরিমাণ বাড়ানোরও প্রবণতা আছে। কিন্তু এটা ছাড়াও ধনতন্ত্রের আরও বৈশিষ্ট্য আছে যা ওপরের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ দুই ভাই বিদেশে দু'টো পৃথক রাষ্ট্রে উচ্চতর পড়াশোনার উদ্দেশ্যে গমন করে। স্নিগ্ধ দেখতে পায় তার অবস্থানের রাষ্ট্রটিতে ব্যক্তিগত কোনো সম্পদ নেই। সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং সেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই। অপরদিকে মুগ্ধ পড়াশোনার পাশাপাশি তার অবস্থানের রাষ্ট্রটিতে ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ পাচ্ছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে দ্রব্য উৎপাদনের স্বাধীনতা এখানে অবাধ। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. জাতীয় সম্পদের উৎস কয়টি? ১

খ. সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. স্নিগ্ধ যে রাষ্ট্রটিতে অবস্থান করছে সে রাষ্ট্রটিতে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ যে দুটি রাষ্ট্রে অবস্থান করছে সে দুটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সম্পদের উৎস দুইটি। যথা- প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট।

খ সমষ্টিগত সম্পদ দেশের জনগণ সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করে, তাই এর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

দেশের জনগণ ও সরকার সম্মিলিতভাবে যেসব সম্পদের মালিক সেগুলোকে সমষ্টিগত সম্পদ বলে। এগুলো পরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাই সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ করার জন্য প্রতিটি নাগরিকের বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া এ সব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক।

গ স্নিগ্ধ পড়াশোনা করতে যে রাষ্ট্রে অবস্থান করছে সেখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সব সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ওপর কোনো রকম ব্যক্তি মালিকানা থাকে না। ব্যক্তি যোগ্যতা ও কর্ম অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাছ থেকে পারিশ্রমিক পায়। কোন দ্রব্য কী পরিমাণে, কখন ও কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হবে তা সরকার নির্ধারণ করে। এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ নেই। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভোক্তারও পছন্দের জিনিস বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং ভোক্তাকে তাই কিনতে হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেই বলে ব্যক্তির মুনাফা অর্জনের সুযোগও নেই। প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের স্নিগ্ধ যে রাষ্ট্রে অবস্থান করছে সেখানেও সব সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই। তাই বলা যায়, ওই রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ যে দুটি রাষ্ট্রে অবস্থান করছে সেগুলোতে যথাক্রমে সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। উৎপাদনের উপকরণ চারটি। যথা— ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের এ উপকরণগুলোর মালিকানা রাষ্ট্রের। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি একক বা যৌথভাবে দ্রব্য/সেবা উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও বিনিয়োগ করতে পারে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন দ্রব্য কী পরিমাণে উৎপাদিত হবে তা নির্ধারণ করে রাষ্ট্র। এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ নেই।

ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ায় এতে প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতির উদ্দেশ্য থাকে সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। তাই অনেক ক্ষেত্রে এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যয় কমাতে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুনাফা লক্ষ্য নয়। এতে রাষ্ট্র শ্রমিককে নির্দিষ্ট মজুরি প্রদান এবং উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে। তাই এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণের সুযোগ থাকে না। এছাড়া ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতা থাকলেও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তা নেই।

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবা উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি কাজ ব্যক্তিমালিকানায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ কাজগুলো রাষ্ট্র করে থাকে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৬ তানজিল ছোটবেলা থেকেই সচেতন হয়ে বেড়ে উঠেছে। আমাদের বাড়িটি বাবা কিনেছে তাই আমরা এ বাড়িতেই থাকছি— এ ধরনের বোধ তার মধ্যে কাজ করে। আমরা সরকারি স্কুলে পড়ি, রাস্তা দিয়ে হাঁটি, মসজিদে নামাজ পড়ি, অথচ এগুলোর জন্য আমাদের তেমন কোনো টাকা পয়সা দিতে হয় না। এগুলোর প্রকৃত মালিক কে এ সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা না থাকলেও সে অনুভব করতে পারে— এগুলো সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদেরই। *◀ শিখনফল-২*

ক. আন্তর্জাতিক সম্পদ কী? ১

খ. উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তানজিলের বাবার বাড়িটি অর্থনীতির ভাষায় কোন ধরনের সম্পদ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তানজিল যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করছে— সেগুলো সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের সকলের— বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব সম্পদ সকল জাতিই ভোগ করতে পারে সেগুলোই আন্তর্জাতিক সম্পদ।

খ ব্যক্তি যখন স্বাধীনভাবে কোনো উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করতে পারে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাকেই উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা বলে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উদ্যোগ গ্রহণে অবাধ স্বাধীনতা পাওয়া যায়। ফলে যে কেউ যে কোনো প্রকার উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রচুর সুবিধা লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারের কোনো রকম বিধিনিষেধ নেই।

সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ব্যক্তিগত সম্পদ সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঘ সম্পদ সংরক্ষণ করা সকল নাগরিকের দায়িত্ব— আলোচনা কর।

প্রশ্ন ▶ ৭ সাদেক ও তার কয় বন্ধু মিলে একটি সাবান কারখানা স্থাপন করে। তারা অন্যান্য কোম্পানির সাবানের দাম সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে নিজেদের উৎপাদিত সাবানের দাম ১০ পয়সা কমিয়ে দেয়। তারা অধিক বিক্রির আশায় এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়। *◀ শিখনফল-৩*

ক. অভাব কী? ১

খ. মুক্তবাজার অর্থনীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্য সাদেক ও তার বন্ধুদের আচরণে ফুটে উঠেছে সেটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত অর্থব্যবস্থার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভাব হলো কোনো বস্তু বা সেবা পাবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা।

খ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকেই মুক্তবাজার অর্থনীতি বলে।

এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ সবই বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া বিক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা এবং উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৮ মি. আজিজ দুইটি পাট কলের মালিক। তার দুইটি মেয়ে আছে। তার বড় মেয়ে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে এবং ছোট মেয়েটি সম্প্রতি একটি সরকারি প্রকৌশল কলেজে ভর্তি হয়েছে। পাটের ব্যবসা প্রসারের জন্য মি. আজিজ 'I' দেশে গেলেন। 'I' দেশটি ভ্রমণের সময় তিনি জানতে পারলেন যে, সেদেশের আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তিদের তাদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও নিঃস্বদের দিয়ে দিতে হয়। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে তিনি দেখতে পেলেন 'I' দেশে কোনো বস্তি বা চরম দারিদ্র্য নেই। *◀ শিখনফল-৩*

ক. শ্রম কী? ১
খ. কীভাবে জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. আজিজের দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'I' দেশের অর্থব্যবস্থা কী ধরনের? তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে নির্দেশিত উভয় অর্থব্যবস্থায় একই রকম আয় বৈষম্য বিদ্যমান? তোমার মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন ▶ ৯ কাটাখালি গ্রামে 'পলাশ গ্রুপ' বিশাল শিল্প এলাকা গড়ে তোলে। ঐ গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই ঐসব শিল্প কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত। অপরদিকে কারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের শোষণ করে বিলাসি জীবন যাপন করছে। *◀ শিখনফল-৩*

ক. দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে কী বলে? ১
খ. জাতীয় সম্পদের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি বাংলাদেশের জাতীয় আয় বণ্টন পরিস্থিতির আলোকে তুলে ধরে– বিশ্লেষণ কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. স্বাধীনতার পর আদমজি জুট মিল রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেওয়ার মাধ্যমে যে অর্থব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে তা হলো—
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ মিশ্র ঘ ইসলামি

২. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনকারী কীভাবে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করে?
ক ভোগ বৃদ্ধি করে
খ চাহিদা বাড়িয়ে
গ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে
ঘ দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করে

৩. অপ্রাচুর্যতার সাথে চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক কীরূপ?
ক যোগান চাহিদার তুলনায় কম
খ চাহিদা যোগানের তুলনায় কম
গ চাহিদা ও যোগান উভয়েই কম
ঘ চাহিদা ও যোগান উভয়ই বেশি

৪. মানুষের অভাব সৃষ্টি হয় কী জন্য?
ক প্রয়োজন থেকে খ সম্পদ থেকে
গ পরিবার থেকে ঘ ইচ্ছা থেকে

৫. অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পাদিত হয়—
i. উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন প্রক্রিয়া
ii. উৎপাদন প্রক্রিয়া
iii. ভোগ প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়—
i. সম্পদের সুষম বণ্টন হয়
ii. ভোক্তার স্বাধীনতা আছে
iii. শ্রমিক শোষণ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. কোনো দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে—
i. জাতীয় সম্পদের প্রকৃতির ওপর
ii. জাতীয় সম্পদের পরিমাণের ওপর
iii. দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক সম্পদ কারণ, এটি—
i. সকল জাতি ভোগ করতে পারে
ii. সবাই মিলে সৃষ্টি করে
iii. কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. জাতীয় সম্পদের কয় ধরনের উৎস রয়েছে?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি

১০. একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বুঝতে হলে জানা প্রয়োজন সে দেশের—
i. সম্পদের উৎপাদন প্রক্রিয়া
ii. সম্পদ বণ্টনের পদ্ধতি
iii. শিক্ষার বিস্তার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. 'নদীর পানি' সম্পদ, কারণ—
i. এর উপযোগ আছে
ii. অপ্রাচুর্যতা
iii. বাহ্যিকতা আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ কেমন হয়?
ক অপ্রতুল খ সীমাহীন
গ অসীম ঘ প্রতুল

১৩. উৎপাদনের জন্যে কয়টি উপাদান আবশ্যিক?
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি

১৪. মুক্তবাজার অর্থনীতি বলা হয় কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে?
ক সমাজতান্ত্রিক
খ ধনতান্ত্রিক
গ মিশ্র অর্থব্যবস্থা
ঘ ইসলামি-অর্থব্যবস্থা

১৫. A সাহেবের ১টি সিমেন্ট কারখানা আছে। কী পরিমাণ সিমেন্ট উৎপাদন করা হবে তা সে নিজেই ঠিক করে। এখানে কোন অর্থব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে?
ক ইসলামি খ মিশ্র
গ ধনতান্ত্রিক ঘ সমাজতান্ত্রিক

১৬. কোন অর্থব্যবস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ ইসলামি ঘ মিশ্র

১৭. কোন অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদনে অবাধ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়?
ক ধনতান্ত্রিক
খ সমাজতান্ত্রিক
গ মিশ্র
ঘ ইসলামি

১৮. সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কোনটি?
ক সামাজিক উন্নতি সাধন
খ অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন
গ সর্বাধিক মুনাফা অর্জন
ঘ সর্বাধিক কল্যাণ অর্জন

১৯. ব্যক্তি বা বেসরকারি খাতের প্রাধান্য থাকে কোন অর্থব্যবস্থায়?
ক সামন্ততান্ত্রিক
খ সমাজতান্ত্রিক
গ ইসলামি
ঘ মিশ্র

২০. মিশ্রঅর্থব্যবস্থা কোন কোন অর্থব্যবস্থার মিলিত রূপ?
ক ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক
খ ধনতান্ত্রিক ও ইসলামি
গ সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামি
ঘ ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামি

২১. মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি কিছু খাতে দেখা যায়—
i. সম্পূর্ণভাবে সরকারি মালিকানা
ii. আংশিকভাবে সরকারি মালিকানা
iii. সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. মানুষের যতরকম নীতি, নিয়ম-কানুন, আইনি কাঠামো ও নির্দেশনা প্রয়োজন কোন ধর্মে তার সবকিছুরই সন্নিবেশ ঘটেছে?
ক ইসলাম খ হিন্দু
গ খ্রিস্টান ঘ বৌদ্ধ

২৩. কুরআন ও হাদিসসমূহ কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি?
ক সমাজতান্ত্রিক খ ইসলামি
গ ধনতান্ত্রিক ঘ মিশ্র

২৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যেকোনো ব্যক্তি শরিয়তসম্মত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্যে বিনিয়োগ করতে পারে—
i. এককভাবে
ii. গোষ্ঠীবদ্ধভাবে
iii. সরকারিভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. ব্রিটিশ শাসনামল পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি কেমন ছিল?
ক কৃষি নির্ভর খ আমদানি নির্ভর
গ রপ্তানি নির্ভর ঘ ব্যবসা নির্ভর

২৬. প্রাচীন বাংলায় মুসলিম শাসন বা ব্রিটিশ শাসনামলে একজন ভূস্বামী কেমন ছিলেন? *(অনুধাবন)*
ক দক্ষ পেশাজীবীর নিয়ন্ত্রণে
খ সরকারের নিয়ন্ত্রণে
গ অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ
ঘ বড় ব্যবসায়ীর আওতাধীন

২৭. ভূস্বামীরা নিজস্ব প্রজাকূল বা লাঠিয়াল বাহিনী রাখতো কেন?
ক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য
খ সরকারের সাথে লড়াই করার জন্য
গ সম্পদ বা সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য
ঘ শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের জন্য

২৮. সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে—
i. শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি
ii. ভূস্বামী কেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান
iii. ভূস্বামীর নিয়ন্ত্রণে থাকত সকল পেশাজীবী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. রহিম একটি পোল্ট্রি ফার্মে কর্মরত। তার অর্জিত আয় অর্থনীতিতে কী হিসেবে বিবেচিত হবে?
ক খাজনা খ মজুরি
গ সুদ ঘ মুনাফা

৩০. সর্বাধিক কল্যাণ কোন অর্থব্যবস্থার উদ্দেশ্য?
ক মিশ্র খ ধনতন্ত্র
গ সমাজতন্ত্র ঘ ইসলামি

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ 'ক' একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। এখানে সরকারি উদ্যোগে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা যেমন রয়েছে তেমনি বেসরকারিভাবেও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে 'খ' আরেকটি দেশ যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো প্রকার সরকারি হস্তক্ষেপ নেই।

ক. উপযোগ কী? ১
খ. উৎপাদিত সম্পদ কীভাবে বণ্টিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ক' দেশের তুলনায় 'খ' দেশে অধিক শ্রেণিবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়"— মূল্যায়ন কর। ৪

২.▶ 'Z' দেশের একটি চরের নাম কালাচর। কালাচরের সঙ্গে শহরের দূরত্ব খুব বেশি নয়, মাত্র ৭ কিলোমিটার। শহর থেকে কালাচরকে বিচ্ছিন্ন করেছে একটি নদী। চরের সকলে মিলে নিজেদের জমি দিয়ে নিজেরাই সুন্দর করে রাস্তাঘাট তৈরি করেছে। সাম্প্রতিক কালে বন্যা দুর্গতদের জন্য সকল শ্রেণির মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারও সেখানে বন্যা দুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সরকার চরের লোকদের তৈরি করা রাস্তাঘাট দেখে খুব খুশি হয়ে ছোট নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি করার এবং গ্যাস লাইন দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বর্তমানে কালাচরের মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন ঘটেছে।

ক. সরকারি বিদ্যালয় কী ধরনের সম্পদ? ১
খ. অপ্রাচুর্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপক থেকে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও জাতীয় সম্পদ খুঁজে বের করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত সম্পদগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩.▶ রাজীব ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেয়। কিন্তু তার বন্ধু আজিম ডাক্তারি পাস করে সরকারি চাকরি না পেয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি করে।

ক. জাতীয় সম্পদের উৎস কয়টি? ১
খ. উদ্যোক্তা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজীব ও তার বন্ধু কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কর্মরত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আয় বণ্টন প্রক্রিয়াটি কি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪.▶ লিমন উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে 'ক' দেশে যায়। সেখানে সে পড়াশোনার পাশাপাশি একটি কারখানায় খণ্ডকালীন চাকরি পায়। কারখানাটি স্থাপনের জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়নি। এখানে সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে।

ক. শ্রমিকের আয়কে কী বলে? ১
খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কাজের মূল উদ্দেশ্য কী? ২
গ. 'ক' দেশে কোন অর্থব্যবস্থা প্রচলিত? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, 'ক' দেশের ভোক্তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫.▶ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে ডেভিট এবং ওয়াংতু এর পরিচয় হলো। একদিন দুজন তাদের নিজ দেশের অর্থব্যবস্থার কথা আলোচনা করছিল। ডেভিট বলল, তার দেশের সবকিছু ব্যক্তি মালিকানাধীন। ব্যক্তি যা আয় করবে তাতে সরকারের কোনো দাবি নেই। ওয়াংতু এটা শুনে বলল, তোমার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঠিক বিপরীতে আমার দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হয়।

ক. বণ্টন কী? ১
খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে ডেভিট এর দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ডেভিট ও ওয়াংতু এর দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে কোনটি একটি দেশের জন্য অধিক কল্যাণকর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.▶ কেয়া ও বিলকিস ঢাকা থেকে খুলনা যাবে। কেয়া একটি সরকারি গাড়িতে টিকেট কাটে কিন্তু বিলকিস টিকেট না পেয়ে বেশি দামে বেসরকারি একটি পরিবহনের গাড়িতে টিকেট কাটে। তারা বুঝতে পারে বেসরকারি সংস্থার মূল উদ্দেশ্য মুনাফা করা।

ক. বর্তমানে বাংলাদেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান আছে? ১
খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানার বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে সেটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই কি সবচেয়ে উত্তম বলে তুমি মনে করো? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭.▶ রিমা 'A' দেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দেশটি নানা সম্পদে পরিপূর্ণ। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, দেশটিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারি ও সরকারি মালিকানাধীন পদ্ধতি চালু রয়েছে। বাজারে সর্বোচ্চ লাভ করাই হলো উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য। বিনিয়োগের ব্যাপারে এখানে সবার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। সরকার সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণ অর্জনের জন্য চেষ্টা করে থাকে। তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির বৈষম্যও আয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ করলেন।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? ১
খ. উৎপাদনের উপাদানগুলো কী? ২
গ. উদ্দীপকে কী ধরনের অর্থব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. দেশ 'A' এর আয় এবং বণ্টন পদ্ধতির বর্ণনা করো। ৪

৮.▶ কাটাখালি গ্রামে 'পলাশ গ্রুপ' বিশাল শিল্প এলাকা গড়ে তোলে। ঐ গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই ঐসব শিল্প কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত। অপরদিকে কারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের শোষণ করে বিলাসি জীবন যাপন করছে।

ক. দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে কী বলে? ১
খ. জাতীয় সম্পদের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি বাংলাদেশের জাতীয় আয় বণ্টন পরিস্থিতির আলোকে তুলে ধরে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯.▶ তোমার সহপাঠী মনিরুল, সাকিব, আদিত্য, সপ্নীল বাজেট উত্তর এক সেমিনারে যাওয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত সেমিনারের প্রধান অতিথির বক্তব্যে শুনতে পায় যে, তিনি বলছেন, আমরা আমাদের দেশকে খুব ভালোবাসি এবং যদি আমরা আমাদের এই দেশকে উন্নত করতে চাই তবে আমাদেরকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে এবং সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে। আমাদের যে পরিমাণ সম্পদ আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ক. মূলধন বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মিশ্র অর্থনীতির ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে জাতীয় সম্পদের কোন দিকটির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর যে, জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১০.▶ এস.এস.সি পরীক্ষার্থী তার পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে জানতে পারল মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমন কিছু সম্পদ দিয়েছেন যেগুলো মানুষ কোনদিনও তৈরি করতে পারত না। যেমন— উদ্ভিদ, প্রাণী, নদ-নদী, ভূমির অভ্যন্তরস্থ পানি ও বিভিন্ন প্রকারের খনিজ সম্পদ।

ক. কোনো বস্তুকে সম্পদ বলতে হলে তার কয়টি গুণ থাকতে হবে? ১
খ. বণ্টন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পদগুলো কোন ধরনের সম্পদের উৎস? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সম্পদ ছাড়াও সম্পদের আর একটি উৎস রয়েছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ লেখাপড়া শেষে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়ে দৈনিক ২৫ ডলার একটি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হন আব্দুস সামাদ। সামাদ সাহেবের আক্ষেপ, কোম্পানি তাকে আরও বেশি পারিশ্রমিক দিতে পারত।

ক. সম্পদ কত প্রকার? ১
খ. জাতীয় সম্পদ অপচয় রোধে করণীয় কী? তা লিখ। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনায় কোন ধরনের অর্থব্যবস্থার চিত্র দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আব্দুস সামাদ সাহেবের আক্ষেপ কি শুধু এ ধরনের অর্থ ব্যবস্থাতেই হয়ে থাকে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	খ	২	গ	৩	ক	৪	ক	৫	ঘ	৬	গ	৭	ক	৮	গ	৯	ক	১০	ক	১১	খ	১২	ক	১৩	খ	১৪	খ	১৫	গ
১৬	ক	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ঘ	২২	ক	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	গ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ